১৮৫৭

সিপাহি বিপ্লবের ইতিবৃত্ত

মুহাম্মাদ হাসিবুল হাসান

বাতায়ন
পাবলিকেশন

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

বিপ্লব, বিদ্রোহ, সংগ্রাম ও অভ্যুত্থান

বিপ্লব ১৬
বিদ্রোহ ১৭
সংগ্রাম ১৭
অভ্যুত্থান ১৮
১৮৫৭ সালের মহাবিপ্লব : একজন ভাষাসৈনিকের মূল্যায়ন ১৯
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা ২০
একনজরে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম ৩২
নামকরণ ৪১
মহাবিদ্রোহের পটভূমি ৪২
চাপাতি ও রক্তজবা : বিপ্লবের নিমন্ত্রণপত্র ৪৯
মহাবিদ্রোহের কারণ ৫১
ক. রাজনৈতিক কারণ ৫৩
খ. অর্থনৈতিক কারণ ৫৯
গ. ধর্মীয় কারণ ৬০
ঘ. সামাজিক কারণ ৬১
মহাবিদ্রোহের ঘটনাপঞ্জি ৬৫
মিরাট থেকে শুরু ৬৫
দিল্লি দখল ৬৬
অযোধ্যা ৬৯
কানপুর ৬৯
বুন্দেলখণ্ড ৭১
রোহিলাখণ্ড ৭১
এলাহাবাদ ৭১
মানভূম ৭২
বাংলা ৭৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

সিপাহি বিপ্লবের মহানায়কেরা : সব চরিত্র অকাল্পনিক

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে নেতৃত্বদানকারী গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ..... ৮৩
মহাবিদ্রোহ এবং মঙ্গল পাণ্ডে ৮৪
হাবিলদার রজব আলি ৮৬
মহাবিদ্রোহ ও একজন বিদ্রোহী মৌলবি ৮৯
বাহাদুর শাহ জাফর : ভাগ্যবিড়ম্বিত শেষ মুঘল সম্রাট ৯৪
বিদ্রোহে বাহাদুর শাহ জাফরের ভূমিকা ৯৯
সমঝোতার প্রস্তুতি ১০০
দিল্লির পতন ১০২
মুঘল বংশের পতন ১০৫
বিচারের নামে প্রহসন..... ১০৬
মৃত্যু..... ১১৭
সম্রাটের মহানুভবতা ১১৯
১৮৫৭ সাল ও থানাভবনের আলেম সমাজ ১২২
মুহাম্মদ বখত খান ১২৪
লক্ষ্মীবাঈ : ঝাঁসির রানি ১২৬
আমার ঝাঁসি আমি দেবো না..... ১২৭
ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত..... ১২৮
ব্রিটিশদের কাছে আবেদন..... ১২৮
১৮৫৭-এর বিদ্রোহ..... ১২৯
ব্রিটিশদের ঝাঁসি দুর্গ অবরোধ ১৩০
দুর্গ ত্যাগ করলেন রানি ১৩০
রানির গোয়ালিয়রের দুর্গ দখল ১৩১
রানির শেষ মুহূর্ত ১৩২
নানাসাহেব ১৩২
তাঁতিয়া টোপি ১৩৪
আজিমুল্লাহ খান ১৩৫
বেগম হজরত মহল ১৩৮
খান বাহাদুর খান..... ১৪১
হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি ১৪২
মাওলানা ফজলে হক খায়রাবাদি : কাফনে মোড়ানো অশ্রুবিন্দু ১৪৩

মাওলানা মুহাম্মদ বাকার ১৪৫
কাগজের নাম বদলে ফেলা হয়েছিল ১৪৭
সবথেকে বেশি বিক্রির কাগজ ছিল 'দিল্লি উর্দু আখবার' ১৪৭
মৌলবি বাকারের ছিল ইউরোপীয় শিক্ষাও..... ১৪৮
হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য কলম ধরেছিলেন..... ১৪৮
১৮৫৭ সালে গরু কুরবানি হয়নি দিল্লিতে..... ১৪৯
কয়েকজন মুসলমান শহিদ বিপ্লবী ১৫০

তৃতীয় অধ্যায়

মহাবিদ্রোহ দমন

মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতা ১৫৭
মহাবিদ্রোহের ফলাফল ১৬০
মহাবিদ্রোহের প্রকৃতি ও স্বরূপ (Nature of the Revolt or Movement) : নানা মুনির নানা মত ১৬৩
মহাবিদ্রোহ : মূল্যায়ন, তাৎপর্য ও শিক্ষা..... ১৭৪

পরিশিষ্ট

১৮৫৭ পরবর্তী মুসলিম রাজনীতির ইতিহাস..... ১৮০
১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ : বিবিসি বাংলার সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণ ... ১৯০
কার্তুজে গরু-শূকরের চর্বি : গুজব নাকি সত্যি? ১৯২
বিদ্রোহের দিনপঞ্জি ১৯৩
স্বাধীনতা সংগ্রাম নাকি নিছকই বিদ্রোহ? ১৯৪
ঢাকা-চট্টগ্রামের পরিস্থিতি কেমন ছিল?..... ১৯৫
সিপাহি আলম বেগের খুলি ১৯৬
কঙ্কালের পরিচয়..... ১৯৮
সিপাহি বিপ্লব নিয়ে হিন্দু-মুসলিম মনীষীদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া ১৯৮
কথাসাহিত্যে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ২০৬
মহাবিদ্রোহের ইতিহাস : আমাদের চেতনার ইশতেহার ২১৯

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

সর্বশেষে এ কথাটি স্বীকার করতেই হবে যে, মূলত ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের অনেক আগ থেকেই স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছিল। ইমাম সাইয়েদ আহমদ শহিদের নেতৃত্বে মুজাহিদ বাহিনী ১৮২৬ সাল থেকে অর্ধশতাব্দীকাল ধরে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যে জিহাদ চালিয়ে আসছিল, তাকে অবশ্যই স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা বলতে হবে।

বিদেশি ইংরেজদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। ব্রিটিশ কর্তৃক ভারত অধিকারের পর হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনতে মুসলমানদের ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব খুবই প্রবল ছিল। মুজাহিদ বাহিনীর এই দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের সেই ব্রিটিশবিরোধিতা আরও প্রখর হয়ে উঠেছিল। এমন অনুকূল পরিস্থিতি ও পরিবেশেই ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ বিস্ফোরিত হয়েছিল।

মুজাহিদ বাহিনীর সেই ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম এই বিদ্রোহের ওপর কিছুটা প্রভাব অবশ্যই বিস্তার করেছিল। আর এ কথাও আমরা জানি, সাইয়েদ আহমদের অনুসারী সেই বীরযোদ্ধাগণ এ মহাবিদ্রোহে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ দুটি সংগ্রাম পৃথকভাবে গড়ে উঠলেও যে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন—এমন কথাও বলা যায় না।

একনজরে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম

১৮৫৭ সালে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। শাসকগোষ্ঠী তার নাম দিয়েছে 'সিপাহি বিদ্রোহ'।[৯] এই সিপাহি অভ্যুত্থান আসলে কী ছিল? বিদ্রোহ, বিপ্লব, গণঅভ্যুত্থান নাকি স্বাধীনতা সংগ্রাম?

১৮৫৭ সালে সিপাহি জনতা ও মুজাহিদগণ মিলে যে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন, তাতে এ দেশে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিমূল আলোড়িত হয়েছিল। শাসকদের দৃষ্টিতে একে 'বিদ্রোহ' বলা যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সত্যিকারের স্বাধীনতা সংগ্রাম।

যে নামেই একে অভিহিত করা হোক না কেন, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে এটি ছিল একটি বিশাল ঘটনা। যে ঘটনার ফলশ্রুতিতে হাজারো ভারতীয় সিপাহি, সাধারণ কৃষক-মজুর, জমিদার-জোতদারকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে—ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে তার প্রভাব অত্যন্ত গভীর।

ভারতবর্ষের বিগত দুই শতকের মধ্যে তিনটি ঐতিহাসিক ঘটনা বিশেষভাবে স্মরণীয়। এ তিনটি ঘটনা সংঘটিত হয় ১৭৫৭, ১৮৫৭ এবং ১৯৪৭ সালে।

---

[৯]. ড. অতুল চন্দ্র রায় ও ড. প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, আধুনিক ভারতের ইতিহাস

'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' বইয়ের শুরুতে আহমদ ছফা লিখেছেন, "সিপাহী যুদ্ধের কতিপয় কুশীলবের প্রতি আমার মনে এমন এক ধরনের শ্রদ্ধা ঘনীভূত হয়েছে, যদি সময় এবং সুযোগ থাকত এই মহান চরিত্রসমূহের গুণকীর্তন করে আমি আরেকটা নতুন বই লিখতাম এবং বর্তমান গ্রন্থটি বাজার থেকে প্রত্যাহার করে নিতাম। সিপাহী বিদ্রোহের মূল পরিকল্পনাকার আজিমুল্লাহর জীবনের ঘটনাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে তুলে ধরতাম। এ অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিটির জন্ম অভিজাতকুলে নয়। পাচক হিসাবেই তিনি জীবন শুরু করেছিলেন। তারপর নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখে সম্পূর্ণ আধুনিক মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। তিনি নানা সাহেবের উপদেষ্টার আসন অলংকৃত করেছিলেন এবং নানা সাহেবই তাঁকে তাঁর পক্ষে ওকালতি করার জন্য বিলাতে পাঠিয়েছিলেন। বিলাতের অভিজাত সমাজ আজিমুল্লাহকে গ্রহণ করেছিলো এবং মহিলারা প্রিন্স আজিমুল্লাহর প্রতি আসক্তও বোধ করতেন। সমস্ত আকর্ষণ, সমস্ত যোগ্যতা এবং প্রতিভা সত্ত্বেও আজিমুল্লাহ বৃটিশ প্রভুদের মনে তার মনিবের প্রতি অনুকম্পা সৃষ্টি করতে পারেননি। তাই বলে আজিমুল্লাহ ব্যর্থতাকেও মেনে নেননি। তিনি দেশে ফেরার পথে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। সেটা হলো এই বৃটিশরাও পরাজিত হয় এবং তাদের পরাজিত করা সম্ভবও বটে। বৃটিশকে পরাজিত করা যায় এ মন্ত্র নিয়েই তিনি দেশে ফিরেছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে সিপাহী যুদ্ধের বীজটি আজিমুল্লাহই বপন করেছেন। সে মহীরুহকে পরিণত করার পেছনে আজিমুল্লাহ যে ভূমিকা পালন করেন, এক কথায় সেটাকে অনন্য বললে যথেষ্ট বলা হবে না। অথচ আজিমুল্লাহর জীবনের পুরো কাহিনী আমরা কেউ জানিনে।

তাঁতিয়া টোপী ছিলেন নানা সাহেবের সামান্য একজন কর্মচারী মাত্র। সামরিক অভিজ্ঞতাও তার ছিলো না। কিন্তু তিনি গেরিলা যুদ্ধের নব নব কলা-কৌশল উদ্ভাবন করে বৃটিশ সেনাবাহিনীকে যেভাবে বারে বারে পর্যুদস্ত করেছিলেন তার সবটুকু গৌরব এখনো তাকে দেওয়া হয়নি।

একই কথা ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ সম্পর্কেও বলবো। রাজকুলে এই মহীয়সী নারীর জন্ম হয়নি; যদিও রাজার সঙ্গে তার পরিণয় ঘটেছিলো। যুদ্ধের সময় এই অসাধারণ তেজস্বী মহিলা যে সাহস কৌশল এবং দেশপ্রেম প্রদর্শন করেছিলেন তা ইতিহাসের এক গর্বের বস্তু।

মাওলানা আহমদউল্লাহও অভিজাতদের কেউ ছিলেন না। তিনি নিতান্ত সাধারণ মানুষের সন্তান এবং নিজেও ছিলেন সাধারণ মানুষ। কিন্তু যুদ্ধের সময় যেভাবে সংগঠিত করতে পেরেছিলেন, পরাজয় নিশ্চিত জেনেও একের পরে এক শাহাদত বরণ করেছেন। সেই কাহিনীও কোনোদিন ভুলে যাবার নয়।

কুমার রাম সিং ছিলেন একজন সামন্ত ভূস্বামী। সিপাহী যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ছিলো আশি বছর। এ বয়সেও বুড়ো সিংহ সিংহের বিক্রম নিয়ে লড়াই করে গেছেন। নৌকাযোগে গঙ্গা পার হবার সময় বৃটিশ কামানের গোলায় তার ডান হাত অকেজো হয়ে গেলে বাঁ হাতে তলোয়ার ধরে এক কোপে ডান হাত কেটে ফেলে দিয়ে বলেছিলেন, মা গঙ্গা তোমার বুকে আমার দক্ষিণ হস্ত অঞ্জলি দিলাম।

বাবর, আকবর, আওরঙ্গজেব যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, প্রায় পাঁচশ বছর স্থায়ী সেই তৈমুর বংশের উত্তরাধিকারীরা কোনো সাহস, কোনো বীরত্ব, কোনো রকম রণচাতুর্য প্রদর্শন করতে পারেনি। একমাত্র শাহজাদা ফিরোজ শাহ্ই ছিলেন উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। বাবর-আকবরের বংশের সব মুঘল যে কাপুরুষ নয়, একজন তার ব্যতিক্রম আছে এটা শাহজাদা ফিরোজ শাহ্ প্রমাণ করে মুঘল বংশকে কিছুটা কলংকের হাত থেকে রক্ষা করে গেছেন।

সিপাহী যুদ্ধের ঘটনাটি ব্যাপ্তিতে এবং গভীরতায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে অতুলনীয়। এই যুদ্ধের গুরুত্ব মহাভারতের কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের মতোই ভয়াবহ এবং তাৎপর্যসম্পন্ন। এই যুদ্ধের ফলে ভারতের সামন্ত প্রভুরা ঝাড়ে বংশে ধ্বংস হয়েছে এবং বৃটিশ শাসন সম্পূর্ণরূপে নিষ্কণ্টক হয়েছে। বৃটিশ ঐতিহাসিকেরা সিপাহী যুদ্ধ ঘটে যাওয়ার অনেকদিন পর পর্যন্ত এ যুদ্ধকে তাদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের স্মারক হিসেবে উপস্থাপন করেছে। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে যখন জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের উন্মেষ ঘটতে আরম্ভ করে ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা সিপাহী যুদ্ধের মধ্যে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের উৎস অনুসন্ধান করতে থাকেন। অবশ্য ভিন্নমত পোষণ করেন এমন ঐতিহাসিকও যথেষ্ট রয়েছেন।

আমি আজিমুল্লাহ, তাঁতিয়া টোপী, ঝাঁসির রাণি লক্ষ্মীবাঈ, মাওলানা আহমদউল্লাহ এ সমস্ত সাধারণ মানুষের অসাধারণ পুত্র-কন্যাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার উদ্দেশ্যে এ নতুন ভূমিকা রচনা করলাম। সামন্তবাদের জগদ্দল ঠেলে এ অসাধারণ মানুষ-মানুষীরা যদি যথার্থ ভূমিকায় অভিনয় করতে পারতেন তাহলে এই যুদ্ধের ইতিহাস ভিন্নভাবে লিখিত হতো।"

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে নেতৃত্বদানকারী গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ

দিল্লি—বাহাদুর শাহ জাফর, জেনারেল মুহাম্মদ বখত খান
বিহার—কুনওয়ার সিং, অমর সিং
কানপুর—নানাসাহেব, রাও সাহেব, তাঁতিয়া টোপি, আজিমুল্লাহ খান
ঝাঁসি—রানি লক্ষ্মীবাঈ
বেরেলি—খান বাহাদুর খান
লক্ষ্ণৌ—বেগম হজরত মহল, বির্জিস কাদের, মাওলানা আহমদুল্লাহ শাহ
উড়িষ্যা—সুরেন্দ্র শাহি, উজ্জ্বল শাহি

মার্কসের মূল্যায়ন ছিল এ রকম—"ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম মুক্তিযুদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে এ বিদ্রোহ সুশৃঙ্খল যেমন ছিল না তেমনই ছিল না সুসংগঠিতও, কেন্দ্রীয় যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে এ বিদ্রোহ সফল হতে পারেনি।"

কার্ল মার্কস সুদুর ইংল্যান্ড অবস্থান করেও সিপাহি বিদ্রোহ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। সিপাহি বিদ্রোহ প্রসঙ্গে তাঁর অগ্রবর্তী চিন্তার প্রকাশ পায় তাঁরই অপর মন্তব্যে। তাঁর মতে—"নিজ সেনাপতিদের হত্যাকারী, শৃঙ্খলাবর্জিত এবং সর্বাধিনায়কদের দায়িত্ব বহনক্ষম কোনো ব্যক্তির সন্ধানে ব্যর্থ এইসব বহু অবিভক্ত বিদ্রোহী সিপাহিদের পক্ষে সংগঠিত, দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ গড়ে তোলার সম্ভাবনা খুবই সামান্য।"

সত্যেন সেন লিখেছেন, "বিদ্রোহী মঙ্গল পান্ডের এ বীরত্বপূর্ণ কাহিনী সমস্ত ব্যারাকপুরে প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল। এ ঘটনা এ অঞ্চলের মানুষের মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল। ফাঁসির আগে যখন ঘাতকের জন্য খোঁজ করা হলো, ব্যারাকপুরের কোন লোক এ কাজ করতে রাজী হলো না। তখন কী আর করা? বাধ্য হয়ে কলকাতা থেকে চারজন জল্লাদ আনিয়ে এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হয়েছিল।"[২১৭]

তিনি আরও বলেন, "মঙ্গল পান্ডে নিজের জীবন দান করে বিদ্রোহের মশাল জ্বালিয়ে দিয়ে গেলেন। স্বাধীনতার সৈনিকেরা এ মশালের আলোয় পথ দেখে চলেছেন। ইংরাজরা তাঁর কথা ভুলতে পারে নি। মঙ্গল পান্ডের নাম অনুসরণ করে তারা বিদ্রোহীদের নাম দিয়েছিল "পান্ডিয়া"। মঙ্গল পান্ডের এ নির্ভীক আত্মোৎসর্গের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা অনেকেই বলেছেন যে, মঙ্গল পান্ডে ভাঙের নেশায় উন্মত্তপ্রায় হয়ে এ কাজ করেন। মঙ্গল পান্ডের দেশের মানুষ কিন্তু মনে করে মঙ্গল পান্ডে নেশায় উন্মত্ত হয়ে এ কাজ করেছিলেন একথা ঠিকই, নেশা না হলে এমন কাজ কেউ করতে পারে না। তবে সে নেশা দেশপ্রেমের নেশা।"[২১৮]

বিপ্লবী সত্যেন সেন তাঁর মহাবিদ্রোহের কাহিনী বইয়ে মঙ্গল পান্ডের বীরত্বের গল্পের ইতি টেনেছেন এভাবে—"ব্যারাকপুরের কোর্টের সম্মুখ দিয়ে প্যারেড রোড চলে গেছে। এ রাস্তা ধরে পূর্ব দিকে এগিয়ে চলো। আধ মাইল দূরে রেল লাইনের পাশেই একটি ঐতিহাসিক অশ্বত্থ গাছ দেখতে পাবে। গাছটি বহু প্রাচীন। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের ৮ই এপ্রিলের সকাল দশটায় মঙ্গল পান্ডেকে এ গাছের ডালে ফাঁসি দেওয়া হয়। গত একশো বছর ধরে একটি পবিত্র জীবনের নিঃস্বার্থ আত্মাহুতির কালজয়ী স্মৃতিকে বহন করে গাছটি আজও দাঁড়িয়ে আছে।"[২১৯]

---

২১৭. সত্যেন সেন, মহাবিদ্রোহের কাহিনী, পৃষ্ঠা ২২

২১৮. সত্যেন সেন, মহাবিদ্রোহের কাহিনী, পৃষ্ঠা ২৩

২১৯ প্রাগুক্ত

যাহোক, আদতে সিপাহি বিদ্রোহ শুধুমাত্র সেনানিবাসে সীমাবদ্ধ ছিল না। সিপাহি বিদ্রোহের সূতিকাগার ব্যারাকপুরে সিপাহি বিদ্রোহ ছিল প্রত্যাশিত এবং অনিবার্যও বটে। কিন্তু সেখানে তা ঘটেনি। বিদ্রোহ দানা বেঁধেছিল মাত্র।

বিদ্রোহ ঘটার পূর্বেই গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ইংরেজ বাহিনী ব্যারাকপুরের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিল। মূলত সিপাহি বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল যোগ্য নেতৃত্ব এবং সুসংগঠিত কর্মকাণ্ডের অভাবেই। তবে এই বিদ্রোহ ভারতীয় জনগণকে বিশেষ করে ব্রিটিশ বাহিনীতে কর্মরত ভারতীয় সিপাহিদের ব্রিটিশ শাসন উৎখাতে উজ্জীবিত করেছিল।

হাবিলদার রজব আলি

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ আন্দোলনের মহানায়ক হাবিলদার রজব আলিকে স্মরণ করে বাংলার কবি মোহিনী চৌধুরী ১৯২০ সালে রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত কালজয়ী কবিতা—

মুক্তির মন্দির সোপান তলে
কত প্রাণ হল বলিদান
লেখা আছে অশ্রু জলে।

হাবিলদার রজব আলি ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের এক লড়াকু সৈনিক। নিকষ কালো অন্ধকার রজনির আলোকবর্তিকা, মেঘলা রাতের তারা, অমাবশ্যার রাতের আলোকরশ্মি, সময়ের সাহসী সৈনিক, ভয়ংকর বিপদের একনিষ্ঠ বন্ধু, বাঙালির মুক্তির দিশারি, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অসম সাহসী যোদ্ধা হাবিলদার রজব আলি। ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষে সিপাহি বিদ্রোহে তাঁর অগ্রণী ভূমিকার কারণে তিনি অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন।

১৮৫৭ সাল। ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বত্রই টালমাটাল অবস্থা। কিন্তু চট্টগ্রাম তখন নীরব-নিস্তব্ধ। বিপ্লবের ঢেউ সেখানে পৌঁছেনি। প্রশাসন, সেনাবাহিনী, জনগণ সবাই তাদের রুটিনমাফিক কাজে ব্যস্ত। বিদ্রোহের কোনো নামগন্ধও নেই।

১৮ নভেম্বর ১৮৫৭; গভীর রাত। সবাই ঘুমে নিমজ্জিত। হঠাৎ বিদ্রোহের ডাক ওঠে রজব আলি ও তাঁর অনুগত সৈনিক মুজাহিদবৃন্দ থেকে। অসম সাহসী বীরশ্রেষ্ঠ রজব আলি সিংহের মতো গর্জে ওঠেন জনগণের আশু মুক্তি ও অধিকার পুনরুদ্ধারে। মহাশক্তিধর ব্রিটিশ শাসন উৎখাতে সৈন্য পরিচালনা করেন নিজের জীবন বিপন্ন জেনেও। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে হাজার হাজার সঙ্গীসাথিসহ নিজের জীবন কুরবানি দেন।

নামজাদা মনীষী সত্যেন সেন রজব আলির বিদ্রোহ সম্পর্কে বলেন, "১৮ই নভেম্বরের স্মরণীয় রাত। চট্টগ্রামের সিপাইদের ৩৪ নং রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করে

ঐতিহাসিক প্যারেড ময়দান আজও সংরক্ষিত। চট্টগ্রাম এমন হাজারো বিপ্লবীর রক্ত আর পদস্পর্শে ধন্য।

মহাবিদ্রোহ ও একজন বিদ্রোহী মৌলবি

মৌলবি আহমদুল্লাহ শাহ।

কমরেড সত্যেন সেন তাঁর 'মহাবিদ্রোহের কাহিনী' বইয়ে তাঁকে 'বিদ্রোহী মৌলবি' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি লিখেছেন, "দাবানল যেভাবে লকলকে শিখায় বনের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে বেড়ায়, বিদ্রোহী মৌলবী যেন তারই প্রতিমূর্তি। শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে তাঁর জ্বালাময়ী ভাষা বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছে। মৌলবীর নাম বিদেশি শাসকদের কাছে পরম আতঙ্কের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল।"

পাঠকের সঙ্গে আহমদুল্লাহ শাহকে সত্যেন সেন পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন এভাবে, "অযোধ্যা প্রদেশের অখ্যাত, অজ্ঞাত, সামান্য একজন তালুকদার। কেই বা তাঁকে চিনত, কেই বা জানত এ শান্ত, সৌম্য মানুষটির বুকের মধ্যে কি বিপুল তেজঃপুঞ্জ সংহত হয়ে আছে। স্তূপীকৃত বারুদরাশি, তার মধ্যে কত বড় শক্তিই না লুকিয়ে থাকে। একটু স্ফুলিঙ্গের অপেক্ষা মাত্র, সঙ্গে সঙ্গে তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়।"

মাওলানা আহমদুল্লাহ শাহর জন্ম মাদ্রাজে, ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে। স্থানীয় আলেমদের কাছে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়। এ সময় তিনি আরবি, উর্দু, ফার্সি ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। কিছুকাল তিনি সামরিক প্রশিক্ষণ নেন। অল্পসময়েই তিনি সমরবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

তারুণ্যের প্রথমদিকে কয়েকবার মারাঠা ও অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করে অসম সাহসিকতার পরিচয় দেন তিনি। কিছুদিন হায়দারাবাদ অবস্থান করেন। পরে ইংল্যান্ড সফর করেন। ফেরার পথে পবিত্র হজ আদায় করেন। এ সময় তিনি মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফর করে সেখানকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে অবগত হন। তাঁর এ অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনে কাজে এসেছিল।

দেশে ফিরে তিনি রাজস্থানের বিখ্যাত বুজুর্গ সাইয়েদ ফরমান আলি শাহর মুরিদ হন। পিরের নির্দেশ ছিল, গোয়ালিয়র যেতে হবে। মাওলানা আহমদুল্লাহ শাহ গোয়ালিয়র চলে যান। ফরমান আলি শাহর ইন্তেকালের পর তিনি সাইয়েদ মেহরাব আলির মুরিদ হন। সাইয়েদ মেহরাব আলি ছিলেন বালাকোটের অমর যোদ্ধা সাইয়েদ আহমদ শহিদের সোহবতপ্রাপ্ত। বুকের ভেতর তিনি লালন করতেন জিহাদের জজবা ও শাহাদাত লাভের অদম্য আগ্রহ।

ইংরেজরা ওদিকে মোটেই চুপ করে বসে ছিল না। তারা বিভিন্ন স্থান থেকে সৈন্য সংগ্রহের কাজ শুরু করল। চীন[২৪৫], সিংহল[২৪৬] ও অন্যান্য স্থান থেকে ইউরোপীয়দের এবং পার্বত্য প্রদেশ থেকে গুর্খাদের আনা হলো। পারস্য থেকে তিনটি বাহিনী বাংলায় আনা হলো। দিল্লির অদূরে একটি টিলায় ইংরেজ সৈন্যরা সমবেত হয়ে তাদের ঘাঁটি স্থাপন করল। উভয় পক্ষ চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। ২৯ মে ইংরেজ পক্ষের রাজা নরেন্দ্র সিংহের কিছু সংখ্যক শিখ সৈন্য বিপ্লবীদের দলে যোগ দেয়। তখন ইংরেজরা শিখদের ফিরিয়ে আনার জন্য অতীত ইতিহাসের আঁস্তাকুড় ঘেঁটে হীন প্রচারণা শুরু করল। এ ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতক রজব আলি ইংরেজদের সহায়ক হয়। সে সম্রাটের দরবার থেকে সব গোপন তথ্য ইংরেজদের সরবরাহ করত, হাকিম আহসানউল্লাহর সাথেও তার আঁতাত সৃষ্টি হলো।

দুর্ভাগ্যবশত এরই মধ্যে দিল্লিতে প্রবল বর্ষা দেখা দিলো। নগরে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির তখন খুব অভাব। এদিকে ইংরেজরাও দিল্লির চারদিকে অবরোধ সৃষ্টি করে খাদ্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছিল। ২৩ জুন ইংরেজরা সবজিমন্ডি দখল করল। জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে বেরেলি বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল মুহাম্মদ বখত খান চারটি পদাতিক বাহিনী, সাতশ অশ্বারোহী সৈন্য, চৌদ্দটি হাতি, প্রচুর অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্রসহ দিল্লিতে উপনীত হন। তখন দিল্লিতে মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল ৯০,০০০। কিন্তু উজিরাবাদ অস্ত্রশালা দস্যুদের দ্বারা লুণ্ঠিত হওয়ায় কেল্লায় গোলাবারুদের অভাব ঘটল। আগস্টে হঠাৎ এক বিস্ফোরণে বারুদ কারখানা উড়ে গেল। হাকিম আহসানউল্লাহর এতে কারসাজি ছিল বলে সবার সন্দেহ হলো। কিন্তু সে ইতোমধ্যেই পালিয়ে গিয়েছিল বলে তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। অবশ্য হাকিমের ঘর লুণ্ঠিত হলো। ৭ সেপ্টেম্বর ইংরেজ সেনাপতি উইলসনের নির্দেশে দিল্লির সব ফটকের দিকে কামান স্থাপন করা হয়। ১১ সেপ্টেম্বর সেসব কামান থেকে প্রচণ্ড গোলা বর্ষণ শুরু হয়। গোলার উপর্যুপরি আঘাতে অবশেষে কাশ্মির ফটক ধসে পড়ল। ১৮ সেপ্টেম্বর দেওয়ান-ই-খাসের ফটক বন্ধ করে দেওয়া হলো। জেনারেল বখত খান অসীম বীরত্ব সহকারে শত্রুবাহিনীর মোকাবিলা করতে থাকেন। কিন্তু অযোগ্য শাহজাদা মির্জা মুঘল যেখানে সৈন্য পরিচালনা করেন, সেখানেই বিপর্যয় ঘটে। ইংরেজদের গোলার আঘাতে নগর প্রাচীর দুই স্থানে ভেঙে গেল। জাতীয় বাহিনীর মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিলো। ২০ সেপ্টেম্বর জেনারেল

---

২৪৫. চিন : সাংবিধানিক নাম গণপ্রজাতন্ত্রী চিন বা সংক্ষেপে গণচিন, পূর্ব এশিয়ার একটি রাষ্ট্র। ১৪২ কোটি জনসংখ্যার দেশটি ভারতের পর বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ জনবহুল রাষ্ট্র। চিনের কমিউনিস্ট পার্টি দেশটি শাসন করে। বেইজিং শহর দেশটির রাজধানী। চিন বিশ্বের একটি বৃহৎ শক্তি এবং এশিয়া মহাদেশের প্রধান আঞ্চলিক শক্তি।

২৪৬. সিংহল : বর্তমান শ্রীলঙ্কা। সাবেক নাম সিলন এবং দাফতরিক নাম শ্রীলঙ্কা প্রজাতান্ত্রিক সমাজবাদী জনরাজ্য। এটি দক্ষিণ এশিয়ার একটি দ্বীপরাষ্ট্র।

পাঁচ মাস যুদ্ধ চলার পর কলিন ক্যাম্পবেল এসে বিদ্রোহীদের পরাস্ত করে তাদের মুক্ত করেন। এভাবে ব্রিটিশ সৈন্যরা লখনৌ পুনরুদ্ধার করে।

কানপুরে বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন নানাসাহেব। অনেক ইংরেজ নারী ও শিশুকে তিনি বন্দি করে রেখেছিলেন। হ্যাভলকের নেতৃত্বে ইংরেজ বাহিনী কানপুর আক্রমণ করে। তাদের আগমনের সংবাদ পেয়ে নানাসাহেব বন্দিদের হত্যা করে আগেই পালিয়ে যান। হ্যাভলক কানপুর পুনরাধিকার করে। নানাসাহেব পালিয়ে নেপালে আশ্রয় নেন।

মধ্য ভারত ও বুন্দেলখণ্ডে বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ এবং নানাসাহেবের অনুচর তাঁতিয়া টোপি। স্যার হিউরোজ তাঁতিয়া টোপিকে পরাস্ত করে সগর ও ঝাঁসি পুনরুদ্ধার করেন।

রানি লক্ষ্মীবাঈ ও তাঁতিয়া টোপি ইতোমধ্যে একযোগে গোয়ালিয়র দখল করেন। স্যার হিউরোজ তা জানতে পেরে দ্রুতগতিতে গিয়ে তাঁদের সম্মিলিত বাহিনীর ওপর আক্রমণ করেন। যুদ্ধে রানি নিহত হন। তাঁতিয়া টোপি পালিয়ে যান। তবে শীঘ্রই তিনি ধরা পড়েন এবং তাঁকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়।

এভাবে মহাবিদ্রোহের নেতৃবৃন্দ একে একে পরাজিত ও নিহত হলে বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। পরিশেষে ১৮৫৮ সালের ৮ জুলাই সর্বত্র শান্তি ঘোষিত হয়।

ভারতের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাবিদ্রোহ দমনে সহনশীলতার পরিচয় দেওয়ায় তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং-এর প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "বিদ্রোহ সংক্রান্ত সকল বিষয়ের ব্যবস্থায়ই লর্ড ক্যানিং ধৈর্য ও বুদ্ধি-কৌশলের পরিচয় দিয়াছিলেন। হীন প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া মূঢ় বিদ্রোহিগণের প্রতি তিনি কঠোর শাস্তিবিধান করেন নাই। এই মহাপ্রাণ ও বিচক্ষণ শাসনকর্তা তাঁহার পদোচিত অসাধারণ করুণা এবং সংযম সহকারে বিদ্রোহের শেষ উত্তাপ উপশমিত করিয়াছিলেন। ঐ যুগের অগ্নিশর্মা, অদূরদর্শী ইংরাজগণ রক্তপাতের বিনিময়ে রক্তপাতের জন্য চীৎকার জুড়িয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহারা ক্যানিংকে উপহাস করিয়া "দয়ার অবতার ক্যানিং" (Clemency Canning) আখ্যা দিয়াছিলেন। কিন্তু এই উপহাসাত্মক আখ্যাই আজ লর্ড ক্যানিং-এর শ্রেষ্ঠ গৌরব-সূচক উপাধি বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য।"[২৪৭]

ডক্টর মজুমদারের মতো একজন জ্ঞানঋদ্ধ ও বিদ্বান ব্যক্তি লর্ড ক্যানিং-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে গিয়ে কেন স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবীগণকে অপমান করলেন, তা আমাদের বোধগম্য নয়। আর এ থেকেই অনেক কিছু অনুমান করা সম্ভব হয়।

---

[২৪৭]. রমেশচন্দ্র মজুমদার, ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৩৪৬-৪৭

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস (৫ খণ্ড) , রজনীকান্ত গুপ্ত (১৮৮২)

২. সিপাই যুদ্ধের ইতিহাস, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

৩. Indian War of Independence 1857, Veer Savarkar (1909)

৪. ভারতীয় মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭, প্রমোদ সেনগুপ্ত (১৯৫৭)

৫. The Sepoy Mutiny and The Revolt of 1857, R.C Majumdar (1957)

৬. মহাবিদ্রোহের কাহিনী, সত্যেন সেন (১৯৫৮)

৭. সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, আহমদ ছফা (১৯৭৯)

৮. তারিখে তাহরিকে আজাদিয়ে হিন্দ (৪ খণ্ড), মূল : ডক্টর তারাচাঁদ, উর্দু অনুবাদ : কাজী মুহাম্মদ আদিল আব্বাসী (১৯৮০)

৯. সিপাহিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ, অধ্যাপক রতনলাল চক্রবর্তী (১৯৮৪), বাংলা একাডেমি

১০. আযাদী আন্দোলন ১৮৫৭, মূল : মাওলানা ফযলে হক খায়রাবাদী, অনুবাদ : মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা

১১. সিপাহী যুদ্ধের ট্রাজেডি, আনিস সিদ্দিকী

১২. তারিখে জঙ্গে আজাদিয়ে হিন্দ ১৮৫৭, সাইয়িদ খুরশিদ মুস্তফা রেজবি (২০০৭)

১৩. সিপাহী বিদ্রোহের ১৫০ বছর (একটি ঐতিহাসিক দলিল), কমল চৌধুরী সম্পাদিত (২০০৮)

১৪. ১৮৫৭ কি জঙ্গে আজাদী, আসলাম খাজা (২০১১)

১৫. India's Struggle for Independence ১৮৫৭-১৯৪৭, Bipan Chandra and his team

১৬. ডায়েরি ১৮৫৭, মূল : আবদুল লতিফ, অনুবাদ : মুহিউদ্দীন মাযহারী

১৭. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, স্যার এম এ রহিম

১৮. ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের ইতিহাস (৭১২-১৮৫৭), অধ্যাপক কে আলী

১৯. বাংলাদেশের ইতিহাস, অধ্যাপক কে আলী

২০. আধুনিক ভারতের ইতিহাস, ডক্টর অতুল চন্দ্র রায় ও ডক্টর প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়

২১. ওহাবী আন্দোলন, বিচারপতি আবদুল মওদুদ

২২. দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস, উইলিয়াম হান্টার, বিচারপতি আবদুল মওদুদ অনূদিত

২৩. তাআরুফে জামাআতে মুজাহিদিন (উর্দু), অধ্যাপক চৌধুরী আবদুল হাফিজ

২৪. তারিখে পাক ও হিন্দ (উর্দু), শাকিল আহমাদ রিদা

২৫. ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন, ডক্টর আবদুল করিম

২৬. আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের সংগ্রামী ভূমিকা, জুলফিকার আহমদ কিসমতী, আধুনিক প্রকাশনী

২৭. বাহাদুর শাহ জাফরের শেষ দিনগুলো, মূল : উঁ তা হাফিজী, ভূমিকা, অনুবাদ ও সম্পাদনা : বিপ্রদাস বড়ুয়া, ঐতিহ্য

২৮. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, আব্বাস আলী খান

২৯. বাংলা অঞ্চলের ইতিহাস, সৈয়দ আমীরুল ইসলাম

৩০. জিন্না ভারত দেশভাগ স্বাধীনতা, যশোবন্ত সিংহ

৩১. গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ, বিচারপতি মুহম্মদ হাবীবুর রহমান

৩২. হকিকতে মুসলমান-ই-বাংগালা, খন্দকার ফজলে রাব্বি

৩৩. বারাকপুরের প্রথম সিপাহি বিদ্রোহ ১৮২৪, প্রেমাংশু কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৪. ভারতে মুসলিম শাসনব্যবস্থার ইতিহাস, একেএম আবদুল আলীম

৩৫. মুঘল বংশ, শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত

৩৬. বাংলার ইতিহাস, ডক্টর আবদুল করিম

৩৭. ভারতের ইতিহাস, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও দ্বিজেন শর্মা অনূদিত

৩৮. ভারতের সংস্কৃতি, ক্ষিতিমোহন সেন

৩৯. ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার

৪০. মেগাস্থিনিসের ভারত বিবরণ, রজনীকান্ত গুপ্ত অনূদিত

৪১. ওয়াকিআতে দারুল হুকুমত দিল্লি (৩ খন্ড), বশিরুদ্দীন আহমাদ

৪২. বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের ভূমিকা, সত্যেন সেন, বাংলা একাডেমি

৪৩. ভারতবর্ষে মুসলমানদের অবদান, মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নাদাবি, ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন অনূদিত, মুহাম্মদ ব্রাদার্স

৪৪. প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ, কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

৪৫. আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

৪৬. চেপে রাখা ইতিহাস, গোলাম আহমদ মোর্তজা

৪৭. ইতিহাসের ইতিহাস, গোলাম আহমদ মোর্তজা

৪৮. পলাশী থেকে বাংলাদেশ, অধ্যাপক গোলাম আজম

৪৯. উপমহাদেশের অতীত রাজনীতির খণ্ডচিত্র, একেএম নাজির আহমদ

৫০. উপমহাদেশে ইংরেজবিরোধী সংগ্রামের সূচনায় উলামায়ে কেরাম, আবদুল মান্নান তালিব

৫১. ১৮৫৭ : পাক ও হিন্দ কি পেহলি জঙ্গে আজাদী, গোলাম রসুল মেহের

৫২. Rudrangshu Mukherjee, Awadh in Revolt, 1857-1858, New Delhi: Permanent Black, reprint 2001

৫৩. PC Joshi (ed.), Rebellion 1857, New Delhi: National Book Trust, reprint 2007

৫৪. Ranajit Guha, Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India, New Delhi: Oxford University Press, 1983

৫৫. ড. শশীভূষণ চৌধুরী, সিপাহী বিদ্রোহ ও গণবিপ্লবের ইতিহাস, ১৮৫৭-১৮৫৯, কলকাতা : প্রগ্রেসিভ পাবলিসার্স, ১৯৯৬

৫৬. সুপ্রকাশ রায়, মহাবিদ্রোহ ও তারপর, কলকাতা : র‍্যাডিকাল, পুনর্মুদ্রণ ২০০৮

৫৭. রতন লাল চক্রবর্তী, সিপাহিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৬

৫৮. Sugata Bose and Ayesha Jalal, Modern South Asia History, Culture, Political Economy, Delhi, 1999.

৫৯. Gautam Bhadra, 'Four Rebels of Eighteen-Fifty-Seven' in Ranjit Guha and Gayatri Chakraborty Spivok (eds.), Selected Subaltern Studies. New York and Oxford, 1988.

৬০. Rudrangshu Mukherjee, Awadh in Revolt: A study of popular Resistance, Delhi, 1984.

৬১. Eric Stokes, The Peasant and the Raj: Studies in Agrarian Society and Peasant
Rebellion in Colonial India. London, 1978

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

বঙ্গবিজেতা বখতিয়ার – মুহাম্মাদ সাদ সাকী
হিন্দুস্তান : ব্রিটিশ আগ্রাসনের আগে ও পরে – হুসাইন আহমদ মাদানি
বুদ্ধিবৃত্তির নববি বিন্যাস – যুবায়ের বিন আখতারুজ্জামান
ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে মুসলমানদের অবদান – সাইয়েদ সালমান মানসুরপুরি
১৮৫৭ সিপাহি বিপ্লবের ইতিবৃত্ত – মুহাম্মাদ হাসিবুল হাসান
ঈশা খাঁ – মহিম জোবায়ের
খিলজি শাসন – হুসাইন আহমাদ খান
কলবুন সাকিম – মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ
ভাষাজ্ঞান – হাবীবুল্লাহ সিরাজ

প্রকাশিতব্য কিছু বই

ঔপনিবেশিক ভারত – ইমরান রাইহান
ভারতবর্ষে মুসলমানদের অবদান – সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদবি
তিতুমীর – মুহাম্মাদ মুর্শিদুল আলম
ফকির আন্দোলন – এহসানুল্লাহ জাহাঙ্গীর
সিরাজুদ্দৌলা – আমিরুল ইসলাম ফুআদ
তুঘলকি সাম্রাজ্যের ইতিহাস – আমিন আশরাফ